# ব্রি ধান৫২

**বন্যা হলে ভয় নাই**
**ব্রি ধান৫২ আছে তাই**

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের যৌথ সহযোগিতায় এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১২ থেকে ১৪ দিন জলমগ্ন হলে প্রচলিত বিআর১১ জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যামুক্ত) পরিবেশে বিআর১১-র সমান ফলন প্রদান করায় এটিকে জাত হিসেবে ২০১০ সালে চুড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

BREEDER SEED
BRRI dhan52
GRS DIVISION

ব্রি ধান৫২

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন সহনশীল জাত।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৬ সেমি।
- চাল মাঝারি মোটা ও জলমগ্নতা সহনশীল।
- কান্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না।
- স্বল্প আলোক সংবেদনশীল।

## এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

বাংলাদেশের নিচু থেকে মাঝারি নিচু যা মোট জমির শতকরা ২০ ভাগ বর্ষাকালে আকস্মিক বন্যায় সর্ম্পূন তলিয়ে যায় এবং ১-২ সপ্তাহ জলমগ্ন থাকে। ফলে ধানের ফলন বন্যার তীব্রতা অনুসারে আংশিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে ব্রি ধান৫২ বীজতলা কিংবা চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১২-১৪ দিন পানিতে ডুবে থাকলে চারা মরে না, ফলে ফসল নষ্ট হয় না।

**জীবনকালঃ** এর জীবনকাল স্বাভাবিক বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৪০-১৪৫ দিন এবং ১৪ দিনের আকস্মিক বন্যা কবলিত হলে ১৫৫-১৬০ দিন।

**ফলন ঃ** উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৫২ রোপা আমন মৌসুমে ১০-১৫ দিন পযর্ন্ত আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলেও হেক্টর প্রতি ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। বন্যা না হলে স্বাভাবিক ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০ টন।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১ থেকে ১৫ আষাঢ় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ থেকে ৩০ জুন উত্তরাঞ্চল এবং ১৫ থেকে ৩০ আষাঢ় পর্যন্ত অর্থাৎ ১ থেকে ১৫ জুলাই অন্যান্য অঞ্চল।

২. **চারার বয়সঃ** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১

| ইউরিয়া | ডিএপি | এমওপি | জিপসাম |
|---|---|---|---|
| ২৬ | ৮ | ১৪ | ৯ |

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবৰেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৬. **আগাছা দমন ও গাছ পরিস্তাকরণঃ** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৬.১ বন্যায় পানি সরে যাওয়ার পর পানি দিয়ে ছিটিয়ে বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছের পাতা ধুয়ে পরিস্কার করে দিতে হবে । তা না হলে পলি পড়াতে পাতা জ্বলে সাদা হয়ে যেতে পারে।

৬.২ বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জলজ আগাছা সহ অ্যান্যান্য আগাছা এবং ধানের পচা পাতা পরিস্কার করে দিতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** রোপনের পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা হলে অবশ্যই সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** শীষের আগা থেকে গোড়ার দিকে ৮০ ভাগ ধান সোনালী রং ধারণ করলে ধান কাটতে হবে।

**আরো তথ্যের জন্য ঃ**
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

**ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণ মডিউল**
**ফ্যাক্ট শীট- ব্রি ধান৫২**